কঙ্কণ-কলা

বা

সত্যনারায়ন।

(পৌরাণিক গীতি-নাট্য।)

ন্যাশন্যাল থিয়েটার কোম্পানি দ্বারা অভিনীত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন প্রণীত।

৯ নং কলিকাতা—সারপেন টাইন্ লেন, বৌবাজার হইতে
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীরামতারণ সান্যাল কর্ত্তৃক স্বরলয়ে গঠিত।

কলিকাতা;
১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
সত্যনারায়ণ।	লক্ষ্মী।
নারদ।	লীলাবতী।
সৌনক।	কলাবতী।
সুত।	মোহিষী।
সদানন্দ।	মোহিনী।
লক্ষপতি।	অপ্সরাগণ।
কঙ্কণ-কুমার।	পুরমহিলাগণ।
উল্কামুখ রাজা।	পরিচারিকা ইত্যাদি।
চন্দ্রকেতু।	

মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, কাঠুরীয়াগণ, কোটাল,
প্রহরী ইত্যাদি।

অনুক্রমণিকা ।

কলিকালে অস্মদ্দেশে সত্যদেবের পূজা ও তৎপদ্ধতি হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রায় অনেকেই অবিদিত। কলিকালে যে ভূত-ভাবন ভগবান স্বয়ং সত্যনারায়ণরূপে ভক্তের মঙ্গল সাধন করিবেন, তাহা জনসমাজে সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত নহে। যদিও ঐ দেবের পূজা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে ও অত্যল্প সংখ্যক লোক তাহা সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমান-দিগের মধ্যে অনেকেই তাহাদের ভারতবর্ষে রাজ্য-বিস্তারের পর সত্য-দেবকে অতি আদরের সহিত পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকে ও তাহারা তাঁহাকে সত্যপীর বলিয়া আখ্যা প্রদান করে; বোধ হয় সেই কারণেই উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ শাস্ত্র দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার অনাদর করেন। যাহা হউক কি রূপে ও কি উপায়ে অস্মদভবনে সত্যদেবের পূজা সম্পন্ন হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে সন্নিবেশ করিতে আমার বলবতী ইচ্ছা। প্রায় ১৫০ একশত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক গত হইল বরাহনগর গ্রামে অকিঞ্চন গোস্বামী নামক এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তৎকালে বরাহনগরের চতুর্দ্দিক, বিশেষত জাহ্নবী কূল নিবিড় অরণ্যাবৃত ছিল। উক্ত ব্রহ্মচারী প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন এবং অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই অরণ্য কুটীরে প্রত্যাগমন করিতেন। একদা অকিঞ্চন গোস্বামী যথা সময়ে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন, এমন সময় আমার প্রপিতামহ ৺ রাম রাম বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন; পূজ্যদেব রাম রাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত শোলক নামক গ্রামে বাস করিতেন। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা, মাতা, স্বজন-

বর্গ ও সংসারিক সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া মায়া-বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং দ্বারপরিগ্রহে সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দেশান্তরী হন। যে দিন জাহ্নবী জলে আবক্ষ-মগ্ন অকিঞ্চন গোস্বামীর পবিত্র-মূর্ত্তি ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্য দর্শন করেন, সেই দিন হইতে গোস্বামীর প্রতি প্রপিতামহের সম্পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মায়।

অকিঞ্চন গোস্বামী নিবিড় অরণ্য মধ্যে বাস করিতেন এবং প্রপিতামহও অলক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মচারীর পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন; এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, এক দিন গোস্বামীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হন এবং তাঁহার আদেশানুসারে সত্যব্রত অবলম্বন করিয়া পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং আজীবন সত্যব্রতে ব্রতী থাকিয়া সুখসচ্ছন্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পবিত্র পথানুসরণ করিয়া পিতামহ ৺ দর্পনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে পিতা ৺ ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া লোকান্তর গমন করেন। আমিও স্বর্গীয় পিতার আদেশানুসারে সত্যব্রতে ব্রতী হইয়াছি। সত্যব্রত ব্যতীত মানবের অন্যত্র উপায় নাই, ইহা বিশেষ পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা আমার বিশ্বাস বদ্ধ-মূল।

কলিকাতা;
বৌবাজার ৯নং সারপেনটাইন লেন,
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সেন প্রণীত কঙ্কণ-কলা বা সত্যনারায়ণ গ্রন্থখানির গ্রন্থসত্ব আমি যথা মূল্যে ক্রয় করিয়া রেজেষ্টরী করিলাম। আমার বিনানুমতিতে যদি কেহ এই গীত-নাট্য অভিনয় করেন বা ইহার কোন অংশ উদ্ধৃত বা সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, গ্রন্থসত্বের আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। কেবল গ্রন্থকারকে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রাঙ্কণ ও পুস্তক বিক্রয়ের সত্ব দান করিলাম।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯ নং সারপেনটাইন লেন,
বৌবাজার—কলিকাতা।

কৃতজ্ঞতা।

বৌবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহায্যে কঙ্কণ-কলা বা সত্যনারায়ণ গীত-নাট্যখানি মৎ কর্তৃক লিখিত এবং জনসমাজে প্রকাশিত হইল। এরূপ পবিত্র কার্য্যে সাহায্য দান যে ধর্ম্মের গৌরবজনক, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যে মহাত্মা দ্বারা ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা ও মহাত্ম্য প্রকাশ হয়, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ। আমি অতি কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে পরমানন্দের সহিত পরাৎপর পরমেশ্বরেব নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যে উক্ত মহাত্মা দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া সংসার মধ্যে সনাতন-ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করিতে থাকুন।

ডায়মণ্ড হারবর,
নিতাড়া, ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ,
১২৯১।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন।

কঙ্কণ-কলা

বা

সত্যনারায়ণ।

(পৌরাণিক গীতি-নাট্য।)

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—গোলোকধাম।

রত্নাসনে লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মী। পাহাড়ী-খাম্বাজ—পট্‌তাল।

হে মনোরঞ্জন, পঙ্কজ-নয়ন,
পাতকীতারণ মুরারি হে।
মোহিনীমোহন, ত্রিতাপনাশন,
মানসকারণ বিহারী হে॥
যুগ যাগ পতি, অগতির গতি,
মিনতি সাধন সঞ্চারি হে॥

নারা। কেন প্রিয়ে, হৃষীকেশে আজি এ মিনতি,
লীলাময়ি! কহ মোরে কি বাঞ্ছা তোমার?

লক্ষ্মী। বাঞ্ছাময়! মনোবাঞ্ছা পূরাও দাসীর,
কহ নাথ, কলিযুগে কোন অবতার
প্রকাশিবে ভক্তাধীন কমলা-বল্লভ?
নারা। একার্ণবে এক বাঞ্ছা তুমিও কমলে—
তব সনে একান্তরে বঞ্চি যুগে যুগে;
কলিযুগ এবে—শুন ত্রিকাল-রঙ্গিণী,
সত্যনারায়ণরূপে প্রকাশিব লীলা।
ভকতের দ্বারে দ্বারে ফিরি অনুক্ষণ
দেখাব সত্যের পথ, ত্রিলোকে বুঝাব,
একমাত্র সত্যনাম মোক্ষের সোপান।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। ইমনি—পট্‌তাল।

ভজ নিত্যানন্দ আনন্দ-প্রাণে।
গাও গাও বীণা, পূর প্রেম-তানে॥
রজত বরণ, দৈত্য নিসূদন,
জানকী-বল্লভ, জয় জনার্দ্দন—
জগন্নাথ ঈশ মজ গুণ গানে।

নারা। কহ মহাভাগ! কহ, কোন্ প্রয়োজনে
উচ্চতম তানেগাও গোলোক-নিবাসে?
নারদ। ভগবন্! ভ্রমি আমি ত্রিলোকে সদাই,
দেখা পাই মর্ত্তবাসে এবে মহাত্রাস—

পাপরত নরনারী বিচঞ্চল মতি,
কলির শাসনে কার্য্য ভুলেছে মানব ;
কি আছে সম্বল কিসে মুক্ত হবে জীব,
জীবময়, কহ মোরে মঙ্গল উপায় ?

নারা। শুন ঋষি, লোকপ্রিয় তুমি তপোধন,
ত্রিলোক-তারণগুণে উদ্ধারিব জীবে।
অন্নগত পাপরত নরের জীবন
স্বল্পকাল স্থায়ী, শোকে জ্ঞানান্ধ সদাই ;
কলির কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ভুলেছে ভূলোক,
জ্ঞানালোক উজলিবে সত্যের সাধনে,
সত্যনারায়ণ-ব্রত দুর্ল্লভ কামনা,
শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিত মানব-সম্বল।

নারদ। জ্ঞানময় ! পুন কহি অন্নগত প্রাণী
মরত-নিবাসী সবে, ক্ষীণ পরমায়ু,
দীর্ঘ যোগসিদ্ধি জীবে কেমনে সম্ভবে,
লোকনাথ ! লোক-ত্রাস কর নিবারণ।

নারা। চিন্তা কি নারদ, আছে মঙ্গল উপায়,
স্বল্পকালে সত্যব্রতে মোক্ষফল লভি—
বৈকুণ্ঠে আসিবে জীব সত্য-পরায়ণ।
যে দিনে যখন যার হবে জ্ঞানোদয়—

শ্রদ্ধায় পূজিবে দেব সত্যনারায়ণে,
রম্ভা, ঘৃত, ক্ষীর, আটা, শর্করাদি সহ
স্ববান্ধবে মিলি শুদ্ধ সিরণী করিবে ;
নৃত্য-গীত মহোল্লাসে সত্যের কীর্ত্তনে—
প্রসাদ ভক্ষিলে জীব সর্ব্বত্র বিজয়ী।

নারদ। পিলু-পাহাড়ী—পট্‌তাল।

কত লীলা তব গোলোক-বিহারী।
কূর্ম্ম বরাহ আদি বামনাচারী॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম কমললোচন,
চণ্ডাল বান্ধব, জানকী-মোহন,
ব্রহ্ম সনাতন হে রাবণারী।
বৃন্দাবন ব্রজে বঙ্কিম-কালা,
ধরিলে মুরলী হরি মোহিলে অবলা,
কুঞ্জবনে কভু, রাখাল সনে,
কাননে কাননে বাঁশী প্রেম-তানে,
কালীয়-দমনে কভু গিরিবর-ধারী॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নৈমিষারণ্য।

সৌনকাদি ঋষিগণ বেষ্টিত সভা।

(সূতের প্রবেশ।)

সূত। বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

ভাব জগজ্জন রঞ্জনে।
ত্রিগুণময় জয় জনার্দ্দনে॥
কঠিন কাল, কাল কঠিন ভাবনা,
ভবার্ণব হেরে ভাব ভয়-ভঞ্জনে।

সৌনক। মহর্ষে সর্ব্বজ্ঞ সূত কহ ইহকালে
কি উপায়ে হরিভক্তি বিকাসে ধরায় ?
পাপ-পরায়ণ জীব বেদ বিদ্যাহীন—
অন্নগত প্রাণ, অল্প আয়ু দেখা যায়,
নির্ধনী পীড়িত লোক কলির শাসনে,
কেমনে মানব-ধামে সত্যনাম রয়।

সূত। মহর্ষি নারদ মুখে মধুর কীর্ত্তন
শুনেছি যা শুন সবে সত্যের মহিমা,

কঙ্কণ কলা।

পাপ তাপ নাশিবারে ভব-কর্ণধার
শ্রীমধুসূদন হরি বৈকুণ্ঠ-বিহারী—
বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীরূপে সত্য-অবতার
লীলাময় ভবে লীলা প্রকাশিবে এবে।
স্বল্প শ্রমে, স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্পমাত্র কালে
সত্য নারায়ণ পূজি মুক্ত হবে জীব ;
সত্যব্রত সার ব্রত পালিবে মানব।
সুখ শান্তি বিরাজিবে, সত্য পথ পাবে,
মোক্ষধামে যাবে জীব স্বল্প আরাধনে।
সত্যনারায়ণে হের অতি বৃদ্ধবেশে
ফিরিছেন দেশে দেশে কাল-চক্রধারী
অপার কাণ্ডারী প্রভু পতিত পাবন।
চল সবে হৃষীকেশে হেরি দণ্ডীবেশে,
দণ্ডবৎ করি গাই মঙ্গল মহিমা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজ-পথ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে সত্যনারায়ণ।

সত্যনারা। শ্রী—ঝাঁপতাল।

দেশে দেশে ফিরি নগরে নগরে।
সত্যগুণ গাই প্রতি ঘরে ঘরে॥
মানবে দেখাই সদা সত্য-সোপান,
দীনতারণে হৃদে পূর সুধা-তান,
ধন মান দানি, আপনা বাখানি,
পাপ তাপ নাশি ভবে প্রেমভরে।

কঠিন কলির দাপে পুঞ্জ পাপোদয়
ক্রমে হয়, ক্রমে ক্রমে সত্যের বিলয়।
সংসারে ফিরিছে কলি ধর্ম্মাঙ্কুর নাশি,
পাপের প্রশ্রয় বৃদ্ধি নিত্য রাশি রাশি;
এ দীর্ঘ শাসনে ধরা হবে ছার খার,
রক্ষা হেতু প্রকাশিনু সত্য-অবতার।
দেখিব দেখাব লোকে সত্যের গৌরব,
উঠিবে মরত ভূমে মহিমা সৌরভ।
ঐ যে আসিছে দূরে ব্রাহ্মণ কুমার,

মুষ্টিভিক্ষা তরে সদা ফিরে দ্বার দ্বার,
অস্থি চর্ম্ম সার দেহ দুর্ব্বল চরণ,
উদয়াস্ত ভ্রমিতেছে ভিক্ষার কারণ।
সত্যনাম গুণে আজি উদ্ধারি উহায়,
শিখাব পূজার বিধি দেখাব উপায়;
ধন জন সম পদে বাড়াইব মান,
সত্যরূপে আজি দ্বিজে করিব কল্যাণ।

(সদানন্দ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

সদা। ক্ষুধায় কাতর প্রাণ চলিতে না পারি,
পতি পত্নী দুই দিন আছি অনাহারী।
কোথা যাব কেবা দিবে ভিক্ষা দিন দিন,
মরণ না হয় কেন রয় দেহ ক্ষীণ।
ব্রাহ্মণী কাঁদিছে ঘরে—কাঁদি অনিবার,
দিনান্তে এ দীনতায় না মিলে আহার।
হায়! হায়! প্রাণ যায় কি করি এখন,
বিজনে কে বুঝে মোর দারুণ বেদন!

সত্যনারা। কহ দ্বিজ, কাঁদ কেন—কি দুঃখ তোমার?
জরাজীর্ণ দেহ হেরি অস্থি চর্ম্ম সার।

সদা। কে তুমি জিজ্ঞাস মোরে কি শুনিবে আর,

দীন আমি ভিক্ষা হেতু ফিরি দ্বার দ্বার।
অনশনে ক্ষীণকায় না চলে চরণ,
দারুণ যাতনা সই না হয় মরণ।
কত যে করেছি পাপ জন্ম জন্মান্তরে,
সেই হেতু মনস্তাপে সদা আঁখি ঝরে।

সত্যনারা। সম্বর রোদন বাপু শান্ত কর মন,
অচিরে হইবে তব এ দুঃখ মোচন।
অনিত্য সংসার এই নিত্য সত্য নাম—
প্রাণভরে ডাক, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
সত্যরূপে এবে ভবে আইলা শ্রীহরি,
পরম দয়ালু দেব সর্ব্ব শুভক'রি।
দ্বারে দ্বারে ফিরিছেন সত্যনারায়ণ,
ভবের কাণ্ডারী হরি শ্রীমধুসূদন।
জনে জনে শিক্ষা দেন পূজার বিধান,
সত্য-দেবে পূজি লোকে হয় ধনবান।
রাখ বাক্য দ্বিজ পূজ সত্য অবতার,
সৌভাগ্য সন্ততী লভি লভ সারাৎসার।
আর না রহিবে হেন দীনদশা তব,
অচলা থাকিবে লক্ষ্মী বাড়িবে বৈভব।

সদা। সত্যদেবে পূজি লোকে ধন অর্থ পায়,

শিখাও পূজার বিধি—হে প্রভু আমায়!

সত্যনারা। পূজার বিধান শুন ব্রাহ্মণ কুমার,
কায়মনে সত্য ভাব' রাখ শুদ্ধাচার—
"শয়াসের আটা আর শয়াসের চিনি,
পূজা দিবা শয়াকুড়ি মর্ত্তরম্ভা আনি।"
শর্করা তাহার শয়াসের পরিমাণ,
আনি দিবা মোকানের তরে গুয়া পান।
এই সব দ্রব্যে পূজ সত্যনারায়ণে,
ফিরে যাও দ্বিজ তব আনন্দ ভবনে।

[অন্তর্দ্ধান।

সদা। তব বাক্য শিরে ধরি ক্ষুধা তৃষা নাই—
একি, অকস্মাৎ কোথা লুকালে গোঁসাই!
এই ছিলে কোথা গেলে বৃদ্ধ দ্বিজবর,
দীনহীনে দেখা দিয়ে হইলে অন্তর।
চিনিতে নারিনু আমি মূঢ় অভাজন,
রক্ষা করো দীননাথ পতিত পাবন।
তারিতে ভবের দুঃখ ভব-কর্ণধার,
ফিরিছেন দ্বারে দ্বারে সত্য অবতার।
মায়া ফেরে অন্ধ আমি চিনিতে নারিনু,
হায় রে কপাল হায়! কি ধন হারানু।

হে দয়াল, দীন আমি রেখো রাঙ্গা পায়,
পরমেশ পাই যেন চরণে তোমায়।

খট্‌—ঝাঁপতাল।

শেষের সে দিনে, দেখা দিও দীনে,
অনায়াসে হবো ভবনদী পার।
দীনবন্ধু বিনা কে তারিবে আর॥
অকূলে কাণ্ডারী হে মধুসূদন,
সত্যময় প্রভু সত্যনারায়ণ,
দীনে দেখা দিলে, কোথা লুকাইলে,
পতিত-পাবন সর্ব্ব মূলাধার॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সদানন্দের বাটী।

(ব্রাহ্মণী।)

ব্রাহ্মণী। অনশনে ক্ষীণকায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
কেন নাহি আসে পতি দিবা অবসান!
অস্তে যায় দিনমণি ব্যস্ত ভূমণ্ডল,
চারিদিকে উঠিতেছে সন্ধ্যা কোলাহল;
আ[illegible] যামিনী ঘোরা ভয়বাসি মনে,
এস নাথ, কায নাই ভিক্ষা অন্বেষণে।

অভাগিনী আমি আর কাঁদিতে না পারি,
দুই দিন অন্নাভাবে আছি অনাহারি!

মূলতানী—যৎ।

সয়না সয়না আর দারুণ যন্ত্রণা ভার।
অভাগিনী অনাহারে কাঁদি আমি অনিবার॥
হায় বিধি নিরবধি ঝরে আঁখি দেখ না,
এ ছার অন্তরে আর সুখসাধ হলো না,
বুঝি প্রাণ যায় যায়, এস পতি এ সময়,
চরমে চরণ হেরি ত্যজি এ দেহ অসার।

(ব্রাহ্মণীর পিতৃরূপে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।)

সত্যনারা। ক্ষুধাতুরা তৃষাতুরা দুহিতা আমার,
কেঁদনা কেঁদনা বৎসে কি দুঃখ তোমার;
সত্যব্রত কর সদা সুখে যাবে দিন,
স্বামী তব আর নাহি রবে দীনহীন।
ধর রত্ন অলঙ্কার পর বাছাধন,
খাদ্য দ্রব্য লও—যাও করগে রন্ধন।

(অলঙ্কার ও খাদ্য দ্রব্য দান।)

ব্রাহ্মণী। হা পিতঃ! এ দুহিতারে পড়িল কি মনে!
এতদিন ভুলে ছিলে [illegible] কেমনে?
দীন-স্বামী ভিক্ষা করে সদা দ্বারে দ্বারে

দুই দিন আছি পিত দোঁহে অনাহারে।

সত্যনারা। ভুলি নাই তোরে বাছা, ভুলিব না আর,
রন্ধন করগে যাও পরি অলঙ্কার।
ডেকে আনি সদানন্দে ফিরিব এখনি;
সুখে রবে দুঃখ নাই কেঁদনা জননী।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণী। পিতার কৃপায় পরি রত্ন অলঙ্কার,
এতদিনে দুঃখ বুঝি ঘুচিল আমার।
এস পতি তোমা হেরে জীবন জুড়াই ;
একি ! একি ! ক্ষুধা তৃষা আর কেন নাই !

(সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা। একি রীতি রে ব্রাহ্মণী আজি এ তোমার !
হাসিছ প্রফুল্ল মনে পরি অলঙ্কার ;
কোথা এ ভূষণ পেলে কে দিল তোমায়,
কহ সত্য নহে আজ রবেনা উপায়।

ব্রাহ্মণী। শান্ত হও প্রাণপতি শুন সবিশেষ,
শ্রম দূর কর পথে পেয়েছ যে ক্লেশ।

সদা। বুঝিলাম, ব্যভিচারী হয়েছ ব্রাহ্মণী,
ভক্তি শ্রদ্ধা বিসর্জ্জন করগে এখনি ;
কোন্ লাজে কলঙ্কিনী হইলি রে বল,

বিফল জনম তোর করম বিফল।
কত সাধ ছিল হায় সব ভস্ম ছাই!
রক্ষ সত্যনারায়ণ দেশান্তরে যাই।

[প্রস্থানোদ্যত।

ব্রাহ্মণী। কোথা যাও অনাথায় ত্যজি গুণমণি,
তোমা বিনা এ জীবন ত্যজিব এখনি।
শুন কথা সবিশেষ ধরি দুটি পায়,
অলঙ্কার কেবা চায় না সেবি তোমায়,
সতীর পতিই প্রভু অমূল্য রতন,
তাই চাই সেবিবারে এ দুটি চরণ,
জ্ঞানময়, গুণময় তুমি প্রাণপতি,
পদ সেবা বাঞ্ছে সদা পতিগতা সতী;
পতি ইষ্ট, পতি শ্রেষ্ঠ, পতিমাত্র বল,
পতি-ভক্তি সতী জানে সতীর সম্বল;
কলঙ্কিনী কারে কয় না জানি প্রাণেশ,
পিতা আসি দিয়ে গেল এই রত্ন-বেশ।

সদা। পিতা তব দিয়ে গেল এই রত্নবেশ,
কহ কথা? কহ ত্বরা শুনি সবিশেষ।

ব্রাহ্মণী। সত্য কথা কই প্রভু পিতা এসেছিল,
অলঙ্কার দিয়ে তোমা অন্বেষণে গেল।

সদা। হায়! হায়! কি শুনিনু হায় রে ব্রাহ্মণী,
ধন্যা সতী তুমি হ'লে কেশব-নন্দিনী,
সত্যে সদা রাখ মন, দেখা দিলা নারায়ণ,
ভকতবৎসল প্রভু ত্রিলোক-তারণ,
চিনিতে নারিলে সতী সত্যনারায়ণ!
সার্থক জীবন তব ধন্য গুণবতী,
জগত জানিল তোমা সত্যব্রতে সতী।
আনন্দ আমার সত্য করিয়াছি সার,
সত্যনারায়ণে পূজা করিব এবার;
ডাক সদা সত্যদেবে দুঃখ হবে দূর,
ক্ষুধা তৃষা যাবে রত্ন পাইবে প্রচুর।
গিয়াছিনু ভীক্ষা হেতু ফিরি দ্বারে দ্বারে,
রাজপথে দেখা পাই সত্য অবতারে,
অতি বৃদ্ধ যোগীবেশ মৃদুমন্দ গতি—
চিনিতে নারিনু হেরি ত্রিলোকের পতি।
শিখাইয়া পূজা-বিধি জগত গোঁসাই,
অন্তর্দ্ধান হইলা প্রভু আর দেখা নাই।
মায়া ফেরে ভ্রমি সদা অন্ধ দুনয়ন
পেয়ে নিধি হারালেম সত্যনারায়ণ।
সবল হয়েছি দেখ ক্ষুধা তৃষা নাই,

চল প্রিয়ে সুদ্ধাচারে সত্য-পথে যাই।

ব্রাহ্মণী। আমারও ক্ষুধা তৃষা নাই গুণমণি,

চল প্রভু সত্য-দেবে পূজিব এখনি।

সদা। জগত-পালন পতি ব্রহ্ম-সনাতন

রাখিলা জীবন প্রভু পতিতপাবন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কাঠুরীয়াগণের প্রবেশ।)

১ম, কাঠু। ওরে ভাই—

এখানে যে বামুন বাড়ী কুঁড়ে ঘর ছিল,

রাতারাতী কেমন করে পাকা হয়ে গেল।

২য়, কাঠু। বুঝি বামুন জাদু জানে

পাকাঘর চেলে আনে।

রাতারাতী রাজা হয়ে বসেছে গোঁসাই,

সাবাস্ বলি ভেল্কী বাজী এমন দেখি নাই।

যা থাকে কপালে এবার শিখ্‌বো এই খেলা,

রাত দুপুরে হবো সেই বেদিনীর চেলা।

১ম, কা। বামুন রাজা ঘরে আছে ডাক্‌না ভর্‌সা করে,

দুটো একটা শিখে যাই পা জড়িয়ে ধরে ;

বামুন ত সেই বামুন আছে,

ভয় কি তার যেতে কাছে।

২য়, কাঠু। বল্‌তে পারে সবাই,
তোর ত খুব ভরসা আছে,
এগিয়ে যানা ভাই ?
আমি ততক্ষণ দুহাত সরে যাই।
১ম, কাঠু। আচ্ছা, চুপ করে থাক সবে
ডাক্‌বো আমি যা হয় হবে,

[দ্বারে আঘাত ও চীৎকার।

ঠাকুর মশাই আছ ঘরে, বলি ও মশাই !
নেপথ্যে। কেও ডাকে—যাই—যাই !
২য়, কাঠু। সাড়া দেছে ভাই,
কি জানি কি করে বসে একটু সরে যাই।

(সদানন্দের প্রবেশ।)

সদানন্দ। কি হেতু ডাকিছ মোরে কাঠুরীয়াগণ
কহ ত্বরা তোমাদের কিবা প্রয়োজন।
১ম, কাঠু। মশাই, ভয় করে বল্‌তে কথা
বল্‌বো কি মুখ ফুটে,
মার্‌বে না ত রেগে উঠে ?
সদানন্দ। কি কথা কহিছ ভাই ছাড় পরিহাস,
প্রকাশ করিয়া কহ কিবা অভিলাষ।

১ম, কাঠু। একটা কথা সুধাই,
কুঁড়ে ঘর নিত্য নিত্য তোমার দেখে যাই,
রাতারাতী পাকা কোটা কেমন করে হলো,
দোহাই বাবা, ভেঙ্গে চুরে সব খুলে বল।

সদা। সত্যদেবে পূজা করি হইনু ধনবান,
সুখে আছি সত্য নামে বাড়িছে সম্মান।

৩য়, কাঠু। সত্য দেবে পূজা করে রাজা হলে ভাই,
আমরা পূজিব তাঁরে শিখাও গোঁসাই।

সদা। প্রাণ ভরে গাও ভাই সত্য সার নাম,
শিখাব পূজার বিধি হবে পূর্ণকাম।

সকলে। রামকিরী—খেমটা।

(ও মোন) ডাক্‌রে পরাণ ভরে,
সত্যদেবে ডাক্‌লে পরে দুঃখ যাবে দূরে।
ভবের মাঝে ভাস্‌বো যবে, কে নেযাবে হাল্‌টি ধরে,
অপার পারে যাবি রে মন, ডাক্‌নামে ডাক্ সুতান পুরে॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সমুদ্র-তীর।

উল্কামুখরাজা ও মহিষী।

(স্তব)

উল্কা। জয় সত্যনারায়ণ, বিঘ্ন-বিনাশন,
ত্রিগুণ ধারণ কারণ হে।
জয় জানকী-বল্লভ, চণ্ডাল-বান্ধব,
কেশব শঙ্কট তারণ হে॥
দুর্গমে বিষমে, শত্রু নিসূদনে,
শুভ সনাতন মুরারি হে।
মহেন্দ্র-জীবন, জয় জনার্দ্দন,
বর্দ্ধন মর্দ্দন সংহারী হে॥
ত্রিকাল রঞ্জন, ত্রিতাপ ভঞ্জন,
বিরাজমোহন বন্ধু বটে।
বিরাজমোহন চিত্ত পটে॥

(বাণিজ্য-তরীসহ লক্ষপতি প্রভৃতি উপস্থিত।)

লক্ষ। সাগরের কূলে রাজা পূজিছে কাহায়
রাণী সনে কায়মনে মগন পূজায় ;
জানিব বিশেষ কথা জিজ্ঞাসি কারণ,

ব্রতে থাকে শুভ ফল করিব পালন।
মহারাজ! কহ মোরে এবা কোন ব্রত,
একাসনে কায়মনে কি পূজায় রত।

উল্কা। পুত্র কামনায় পূজি সত্যনারায়ণ,
সত্যব্রতে সিদ্ধ হয় উচ্চ প্রয়োজন;
সর্ব্বত্র বিজয় লাভ সৌভাগ্য সন্ততি
ইত্যাদি লভিবে যেই সত্যব্রতে ব্রতী।
এসেছ প্রসাদ লও শুদ্ধ সার মনে,
বাঞ্ছা-ফল পাবে সাধু সত্য আরাধনে।

[প্রসাদ দান ও রাজা রাণীর প্রস্থান।

লক্ষ। আনন্দ আমার শুনি সত্য ব্রত-ফল,
যাই ত্বরা সত্যব্রতে লভিব সম্বল।

[প্রস্থান।

(অপ্সরাগণের প্রবেশ।)

অপ্সরাগণ। খাম্বাজ—খেমটা।

মাতি মোহিনীমোহন সনে যামিনী।
প্রাণে প্রাণে প্রেম, তানে তানে সদা গাই,
সুধা বিলাসিনী।
মধু ঝরে, যৌবনে অধরে
চঞ্চলা বন-বিহারিনী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রত্নাবতীপুর,—লক্ষপতির বাস-ভবন।

লক্ষপতি।

লক্ষ। যে অবধি শুনিয়াছি সত্য গুণগান
উল্লাসে মগন সদা প্রফুল্ল পরাণ;
দেশে দেশে শুনি সত্য মহিমা-মঙ্গল,
নির্ধনীর ধন হলো দুর্ব্বলের বল;
যে যাহা কামনা করে সিদ্ধ হয় তাই,
জাগ্রত হলেন প্রভু সত্যের গোঁসাই।
প্রসাদ ভক্ষিয়া লীলা পাইল নন্দিনী
অনুপমা রূপরাশী ভুবনমোহিনী;
ছিল সাধ পূর্ণ তাই এতদিন পরে
দুহিতা দানিনু আনি উপযুক্ত বরে,
সাধুসুত গুণযুত কঙ্কণকুমার,
পুত্র সম প্রাণ সম জামাতা আমার।
বাণিজ্যে যাইব পুনঃ করেছি মনন,
সঙ্গে যাবে প্রিয়তম জামাতা কঙ্কণ;
কি জানি কি কয় লীলা বুঝিতে না পারি,

অন্ধের নয়ন দুটি কুমার কুমারী।

(লীলাবতীর প্রবেশ।)

লীলা। নির্জ্জনে আসিয়া চিন্তা কি কর প্রাণেশ,
শুনি নাকি পুনঃ যাবে বহু দূরদেশ,
কাজ কি বাণিজ্যে আর কি অভাব তব,
সত্যনারায়ণ পূজি পেয়েছ ত সব।

লক্ষ। পেয়েছি সকলি লীলা তবু আশা মনে
বারেক বাণিজ্যে যাবো জামাতার সনে;
শিখাব কুমারে—কার্য্যে হবে সুচতুর,
রত্নসারপুরে যাবো—নহে বহুদূর।

লীলা। রত্নসারপুরে যাবে কি কহিছ আর,
আপনি যাইবে সঙ্গে নেযাবে কুমার!
কেন হেন সাধ প্রভু এতদিন পরে,
শুনি কথা, পাই ব্যথা আঁখি ঝর ঝরে;
ক্ষান্ত হও গুণমণি বাণিজ্যে কি কায,
অচলা আছেন লক্ষ্মী তুমি ধনরাজ।

লক্ষ। কি কথা কহিছ প্রিয়ে বাণিজ্য ভুলিব
অকলঙ্ক সাধুকুলে কলঙ্ক তুলিব;
সাধুর বাণিজ্য সার শুন লীলাবতী,
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী জানে লক্ষপতি।

যাত্রাকালে বাধা আর দিওনা আমায়
মানস করেছি লয়ে যাব জামাতায়।

লীলা। প্রাণ সম ভালবাসি কঙ্কণকুমারে
কেমনে লইয়া যাবে কাঁদায়ে আমারে!

লক্ষ। ত্বরায় আসিব ফিরে, এস সবে নদী-তীরে
মঙ্গল গাইয়া দেও মঙ্গল বিদায়,
অগ্রে যাই কর্ণধার দেখি কে কোথায়।

[প্রস্থান।

লীলা। কত সাধ ছিল মনে বলি বলি করি,
বলিতে নারিনু কিছু নারী প্রাণে ডরি।

(কলাবতী ও পুরমহিলাগণের প্রবেশ।)

কলা। মা—মা—
কেন যাবে পিতা পুনঃ বাণিজ্যে আবার?
সঙ্গে নাকি যাবে তোর জামাতা কুমার!
চল মা জননী সবে করিগে বারণ,
কি জন্যে আবার যাবে বাণিজ্য কারণ;
অতুল সম্পদে মোরা সুখে আছি সবে
পিতার সৌভাগ্য লক্ষ্মী চিরদিন রবে।
যেতে নাহি দিব আমি ধরিব চরণ,
কাজ কি রতনে—আছে অমূল্য রতন।

চল যাই, কেঁদে কেঁদে বলিব পিতায়,
আমি মা কাঁদিলে পিতা বড় ব্যথা পায়।

লীলা। স্থিরব্রতে ব্রতা তাঁরে একান্ত দেখিনু,
সেই হেতু আর কিছু বলিতে নারিনু।

কলা। পায়ে ধরে ফিরাইব জনকে আমার,
জানাব মনের ব্যথা কাঁদি অনিবার;
এস মা জননী করি দেব আরাধনা,
দেবতা নিবারে মাগো দীনের বেদনা।

সকলে। শ্রী—জলদ-একতাল।

কোথা হে পতিতপাবন।
কোথা হে কমললোচন॥
কোথা দয়াময়, তার তাপ ভয়,
কোথা হে দুরিত-নাশন॥
ভব কর্ণধার, জীব মূলাধার,
সত্যদেব সনাতন॥
দে'খ অবলায়, রেখো রাঙ্গাপায়,
ব্রহ্মময় নারায়ণ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

কঙ্কণকুমার ও কলাবতী।

কঙ্কণ। সাধুর তনয় আমি শুন সুলোচনে,
বাণিজ্য করিব সাধ সদা জাগে মনে;
রত্নসারপুরে যাবো, ত্বরায় ফিরিব,
আবার মিলিব দোঁহে প্রেম-সম্ভাষণে,
বিদায়ে মধুরহাসি হাস চন্দ্রাননে।

কলা। বলো না বিদায় কথা ধরি দুটি পায়,
থাকিতে নারিব পুরে না হেরে তোমায়;
অবলার পতি বিনা বল কিবা আছে,
গুণময়, দেহ তুমি আমি ছায়া পাছে।

কঙ্কণ। হাম্বীর—তৃতালী।

মানস-সঙ্গিনী, বাসনা-বিকাশিনী,
ভাবিনী রঙ্গিনী অধর ঝরে।
প্রাণ মন নয়ন, প্রেম সাধে পরশন,
সরলা সুহাসি হাস সোহাগভরে॥
আশা চঞ্চল জলধিকূলে,
প্রাণে প্রাণে গাঁথা প্রেম যাবনা ভুলে,

ভালবাসিতে হবে, ভাল বাসনা রবে,
সুধাননে সুধাহাসি নয়ন ধরে।

কলা। খাম্বাজ—যৎ।

প্রেমকুঞ্জে হৃদি-মোহিনী আসনে।
মনোসাধে মনমথে রাখি সযতনে॥
মনফুল তুলে, পূজি মন-মূলে,
প্রেম শতদলে, পরিমল টল টলে,
মন-মধুকর নাথ হেরিব প্রেম-নয়নে।

কঙ্কণ। মোহিনী-বন্ধনে বাঁধা সরলতা সনে,
সতী নারী ব্যথা পায় পতি অদর্শনে;
কিন্তু বা কি করে ভুলি, কর্ত্তব্য নিকট,
অপেক্ষায় গুরুজন, উভয় শঙ্কট।
শুন সুহাসিনী আসি—ফিরিব ত্বরায়,
সিন্ধুকূলে গুরুজন আছে অপেক্ষায়।

[প্রস্থান।

কলা। ভুলনা আমায় নাথ ভুলনা আমায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নদী-তট।

নদীবক্ষে বাণিজ্য-তরী—সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্যনারা। কি আশ্চর্য্য, লক্ষপতি ভুলিল আমায়!
ধর্ম্মনিষ্ঠা গেল, পেয়ে কন্যা জামাতায়।
লীলা কলা পুরবাসীনারীগণ সব,
এখন' প্রকারে রাখে সত্যের গৌরব,
কিন্তু সাধু নাহি ভাবে সত্যব্রত ফল;
সত্যের কৃপায় আছে অচলা সম্বল।
ধন্য কলি ধন্য তব মহিমা প্রচার,
অনাদি অচিন্ত্য সত্য করিছ সংহার
মানব-হৃদয় হ'তে ক্ষণকাল তরে;
মরতে মহত্ব তব চঞ্চল অন্তরে।
ভাল, দেখি কতদিন সাধু ভ্রমে রয়,
কঠিন পরীক্ষা করি দিব পরিচয়।
অনিত্য তৎপর সদা অর্থ উপার্জ্জনে,
রত্নসারপুরে যাবে জামাতার সনে,
সত্য অবতারে সাক্ষ্য করি সত্য বল;
হরিব সাধুর সর্ব্ব অনিত্য সম্বল।

ত্রিকালে ত্রিতাপ নাশি আমায় বঞ্চন?
কোন্ গুণে ধরি নাম সত্যনারায়ণ।
চপল মানব ক্ষেত্রে সত্য-বীজ দানি,
মরতে মহিমা গুণ আপনি বাখানি।
স্বল্পায়াসে সত্যব্রতে দানি মোক্ষফল,
সত্য না থাকিলে ধরা যাবে রসাতল।
সদানন্দ কাষ্ঠকেতু কাষ্ঠজীবীগণ,
সদানন্দে আছে সবে সত্যপরায়ণ;
বুঝিব বণিকে এবে করি সর্ব্বনাশ,
বাঞ্ছা-ফল দিব শেষে পূরাইব আশ।
ঐ না আসিছে সাধু জামাতার সনে
প্রফুল্ল অন্তর, সত্যব্রত নাহি মনে;
রত্নসারপুরে যাবে, যাও মহাজন
তথায় তোমার তরে নিগড় বন্ধন।

[অন্তর্দ্ধান।

(লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার ও কর্ণধারগণের প্রবেশ।)

লক্ষ। শুন কর্ণধারগণ যাও ত্বরা করি,
কূল সন্নিহিত কর বাণিজ্যের তরী,
শুভক্ষণ বয়ে যায় হের সুসমীর,
তরঙ্গিণী শান্ত আজি হের শান্ত নীর।

(কর্ণধারগণের তথাকরণ।)

একি ! অকস্মাৎ কেন মন বিচঞ্চল,
চারিদিকে চিত্তপটে হেরি অমঙ্গল !
বৃথা চিন্তা করি শুদ্ধ মনের বিকার,
দেহ মন বহুদিন আছে পরিষ্কার ;
সাংসারিক মায়া-চক্রে বিবিধ বঞ্চন—
অসার ভাবনা সব ভুলিব এখন।
শুন বৎস প্রাণাধিক কঙ্কণকুমার,
বাণিজ্যে অনেক বিঘ্ন হয় অবতার,
শুভকার্য্যে বাধা পড়ে প্রথমেই সব,
উত্তীর্ণ হইলে শেষে অতুল বিভব ;
স্থির মনে ব্রতী হও বাণিজ্যে মঙ্গল,
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী অচল অটল।

কঙ্কণ। উল্লাসিত প্রাণে পিত আছি তব সনে,
সাধুর বাণিজ্য সাধ সদা জাগে মনে।

লক্ষ। সুসন্তান তুমি বংশে রাখিবে গৌরব,
ভবিষ্য সুনাম যার কিশোরে সৌরভ ;
গণেশ স্মরণে এবে যাত্রা করি চল,
আসিছে মহীলাগণ গাইবে মঙ্গল।

[সকলের তরী আরোহণ ও যাত্রা।

(লীলাবতী, কলাবতী ও পুরমহীলাগণের প্রবেশ।)

সকলে। পাহাড়ী—যৎ।

রাখ রত্নাকর, বিঘ্ন বাধা হর,
রক্ষ দেব দীন-তারণ।
রাখ মা মঙ্গল তারা, সদাশিব শুভদারা,
দুর্গমে বিষমে দুখ করো মা বারণ॥
অবলা জীবন যায়, রক্ষ শুভ দেবতায়,
ভবার্ণবে ভাসে প্রাণ পতিতপাবন।
সাগরে বিঘোরে রক্ষ সত্যনারায়ণ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—চন্দ্রকেতুর রাজসভা।

চন্দ্রকেতু, মন্ত্রী ও সভাসদ্গণ।

চন্দ্র। রাজনীতি রাজধর্ম্ম প্রজার রঞ্জন
প্রধান কর্ত্তব্যে ব্রতী, কিন্তু দিন যায়
শেষের উপায় চিন্তা করিবার তরে,
বুঝি বা না পাই এক তিল অবসর।

বহুদিন হতে বাঞ্ছা জাগিতেছে মনে
বিরল আশ্রমে বসি চরম চিন্তিব,
কিন্তু কই! কবে হবে হেন শুভদিন,
রাজ্য-ভার বিসর্জ্জিয়া হবো উদাসীন;
রাজপুত্র এখনও উপযুক্ত নয়,
সন্দ' হয়, সমর্পিলে পাছে সুখ-রাজ্যে
হাহাকার উঠে যোগ্য বিচার বিহনে।
কহ মন্ত্রী, যোগ্য তুমি কহ মিত্রগণ,
ইচ্ছা করি যুবরাজে সঁপি রাজ্যভার,
চরমের কার্য্য করি চরমে এখন।
তোমা সবাকার হিত মন্ত্রণা কৌশলে,
সুখ-রাজ্য সুখে রবে বিশ্বাস আমার,

মন্ত্রী। মহারাজ! যুবরাজ উপযুক্ত নয়,
এখনও রাজনীতি শিক্ষা বাকি আছে;
আর কিছু দিন পরে এ শুভ আদেশ,
অবশ্য পালিব সবে প্রভু অনুগত।

চন্দ্র। ভাল—তাই হবে, দেখি আর কত দিন
বন্দী থাকি মায়াগারে কলির শাসনে।
অবসর রম্যক্ষেত্রে বিচিত্র আসন,
এ আসন লভিবার কি আছে উপায়!

মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে থাকিলে সংসারে।
এক চিন্তা—শুনি কথা সত্য নাম সার,
কলিতে সত্যের নাকি মহিমা প্রচার!
কায়মনে এবে করি সত্যের ভাবনা,
দেখি সত্যে মনস্কাম সিদ্ধ হয় কিনা!

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ, দুইজন বিদেশী বণিক
উপস্থিত রাজদ্বারে সহ উপহার,
দোঁহা প্রতি এবে কোন্ আজ্ঞা হে রাজন্!

চন্দ্র। বিঘ্ন বিড়ম্বন কত পরম-চিন্তায়
সত্য ভাবি মুক্তি পাব হেন পরীক্ষায় ;
যাও দূত, সসম্ভ্রমে আন সাধুদ্বয়ে।

[দূতের প্রস্থান।

কর্ত্তব্যে মাতিয়া যদি ভুলি সত্যময়ে!
হে দয়াল, হে চেতন চৈতন্য-আধার
চৈতন্য রূপেতে দেখা দিও সে সময়।

(দূতসহ লক্ষপতি, কঙ্কণকুমারের প্রবেশ ও উপহার দান।)

যোগ্য স্থান লভ দোঁহে যোগ্য মহাজন,
কিবা নাম? কোথা বাস? কোন্ প্রয়োজন?
কহ মোরে, সাধ্য থাকে সাধিব মঙ্গল।

লক্ষ। রত্নাবতীপুরে বাস নাম লক্ষপতি,
জামাতা কঙ্কণ এই সাধুর তনয়,
বাণিজ্য করিব তব রাজ্যে মহারাজ।
চন্দ্র। নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য কর মম সুখ রাজ্যে,
সদা সুখে থাক বাঞ্ছা করি কায়মনে।
যাও দূত ল'য়ে যাও সাধু মহাজনে,
উপযুক্ত স্থান দাও—বিশ্রাম নিবাস।
লক্ষ। পুণ্যময় তেজঃপুঞ্জ এই নরপাল—
মধুভাষী মহাজ্ঞানী দেখে বোধ হয়,
শুভক্ষণে হ'ল আজ রাজ-দরশন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

সত্যনারায়ণ।

সত্যনারা। বাণিজ্যে বণিক তব ঘটিবে প্রমাদ,
রসাতলে ডুবাইব রতনের সাধ;
সত্যব্রতে অবহেলা—যে ব্রতের ফলে
দুহিতা জামাতা পেয়ে আছ কুতূহলে।

হাহাকার উঠিয়াছে ভবনে তোমার,
এখানেও উঠিবেক শীঘ্র হাহাকার।
মায়াবলে হরিয়াছি রাজার ভাণ্ডার,
হরেছি অমূল্য রাজপুত্র-কণ্ঠ-হার।
বণিক-ভাণ্ডারে রত্ন রেখেছি গোপনে,
প্রকারে তস্কর করি সাধু দুইজনে।
রাজদ্বারে বন্দী রবে দ্বাদশ বৎসর,
সত্যব্রত ভুলি দুঃখ পাইবে বিস্তর;
তবে যদি সত্যনাম জাগে পুনঃ মনে,
সৌভাগ্য দানিয়া মুক্ত করিব বন্ধনে।
জামাতার অহঙ্কার সহিতে না পারি,
কুটিল জটিল যুবা সদা অনাচারী;
চূর্ণিব দলিব দর্প ডুবাব অতলে,
রক্ষা হবে শেষে শুদ্ধ সত্যব্রত ফলে।
দেখি সাধু কতদিন সত্য ভুলে রয়!
অশেষ যন্ত্রণা এবে কর্ম্মদোষে সয়।

[প্রস্থান।

(কোটাল ও প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।)

কোটা। কি করি এখন, কোথা দেখা পাই চোরে,
এসেছি ত সবে ভাই খুব ভোরে ভোরে;

রাজদ্বারে হুলস্থূল বিষম ব্যাপার,
চোর না ধরিলে প্রাণ লইবে সবার ;
বাজারে বাজারে চল্ করিগে সন্ধান,
যদি ধরা পড়ে চোর চোপাব গর্দ্দান।

১ম প্র। যদি না ধরা পড়ে ?
ফাঁক্ কর্ব্বে মুণ্ড ধড়ে ;
তবে একবার এক দৌড়ে ঘর থেকে আসি ;
মাগ ছেলেকে আমি ভাই বড় ভালবাসি।
মাগ্‌টী আমার তেমন নয়,
সতী লক্ষ্মী বল্‌লে হয়,
কেমন হাসে, ভালবাসে, কাছে বসে ভাই!
কত আহ্লাদ করে সতী যখন ঘরে যাই।

২য় প্র। আর বলিস্‌নে ওসব কথা শুন্‌লে কান্না পায়,
অক্কাপেয়ে গেছে গিন্নী আপ্‌শোষে প্রাণ যায় ;
পথে বসে আছি এখন কেবা ভালবাসে,
নূতন যেটা বে করেছি সেটা কেবল হাসে,
দেখ্‌তে কাল, গড়ন ভাল, গুণে উনিশ বিশ,
যখন তখন কেবল বলে এটা সেটা দিস।
সতী লক্ষ্মী বলে আমি রাগ করি না ভাই,
অসতী গিন্নী হলে তার কপালে ছাই।

কোটা। আগে চল্ চোর ধরিগে পরে ঘরে যাস্,
এর মধ্যে এক দৌড়ে কচ্চিস্ হাঁস্ ফাঁস্,
তোর কি গায় শক্তি নাই ?

১মপ্র। কোত্থেকে থাক্‌বে ভাই,
দিন দুপুরে রাত দুপুরে চর্‌কির মত ঘুরি,
তায় আরো ঘুর্‌তে হবে রাজার ঘরে চুরি।
দাদা—ঐ না কে আস্‌ছে দুটো,
ছোট্‌টা খুব গাঁটা গুঁট,
বিদেশী বলে বোধ হয়, চেহারা ত মন্দ নয়;
ওরে ফিরে যাচ্চে মোদের দেখে চল্‌না
তাড়া করি,
যা থাকে কপালে চল্ দুটোয় গিয়ে ধরি।

[সকলের প্রস্থান।

(সত্যনারায়ণের প্রবেশ।)

সত্যনারা। কেদারা—আড়াঠেকা।

সত্যব্রতে ব্রতী হও রে মানব।
সত্যব্রতে পাবে সত্য বান্ধব ॥
কঠিন কাল ভয় রবেনা রবেনা,
শঙ্কট সন্তাপ হবে না হবে না,
সুখময় বাসে, যাবে অনায়াসে,
সত্যভাব মনে মন-মাধব।

[প্রস্থান।

(প্রহরী বেষ্টিত লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারের বন্ধনাবস্থায় প্রবেশ।)

লক্ষ। সাধু মোরা কোন্ দোষে নিগড় বন্ধন!
এই কি অদৃষ্টে ছিল বিধির লিখন,
হা বিধাত! পরদেশে সাধিলে কি বাদ,
অকস্মাৎ কি কারণ এ হেন প্রমাদ!
বুঝিতে না পারি—বুঝি দৈব প্রতিকূল,
কার চক্রে হেন দশা যন্ত্রণা অতুল।
বধ' না কুমারে, বধ অভাগার প্রাণ—
অবিচারে কেন কর এত অপমান।

কোটা। এবা কি হচ্চে সাজা, আরো মজা আছে,
ঠকাঠক্ দেখ্‌তে পাবে চল রাজার কাছে।
শালে না হয় শূলে, না হয় অন্ধকূপে বাস,
ড্যাডাং ড্যাডাং বাজ্‌বে যদি চড়িয়ে দেয় ফাঁস।

১ম প্র। ভাণ্ডার লুটেছে বেটা পাকা সিঁদেল চোর,
ছোট্‌টার্ গায় ভারি জোর;
ঢের দেখেছি জবরদস্তি, গুল্ দেখেছ হাতে!
একটি কিলে বসিয়ে দিব চিকণ দাঁতে দাঁতে।

২য়প্র। দুটো ভাই পাকা চোর ভারি ছেঁচা বোঁচা,
ধরে রাখিস বাগে তাগে, মারি মালকোঁচা।

(প্রহরীগণ কর্তৃক বিবিধ ভয় প্রদর্শন।)

কঙ্ক। গুর্জ্জরী—আড়াঠেকা।

পরবাসে কে সাধিল বাদ।
বিজনে কে জানে হেন ঘটিবে প্রমাদ॥
কি হতে কি হলো হায়, কেন এ দারুণ দায়,
বন্ধনে পরাণ যায় হা মধুসূদন——
বিপদভঞ্জন হরি হর কাল-অপবাদ॥

শুন হে প্রহরী—শুন মিনতি আমার,
যন্ত্রণা দিওনা আর বিনা সুবিচার;
লয়ে চল রাজদ্বারে যথা দণ্ডধর,
দণ্ডিত হইব মোরা হইলে তস্কর।

কোটা। রাজার কাছে যাবেনা ত যাবে কার কাছে?
চল তবে দেখ্‌বে সেথা ঢুশ মজা আছে।

লক্ষ। দৈবে দুঃখ পাই ভাগ্যে কি আছে না জানি,
সহিব যন্ত্রণা ধৈর্য্য ধর মহাপ্রাণী!
ধর্ম্মের বিচার সূক্ষ্ম অধর্ম্মে অন্যায়,
ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ধর্ম্মে রক্ষিবে আমায়।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বন-পথ।

সত্যনারায়ণ।

সত্য। সাধুর সর্ব্বস্ব গেল বন্দী কারাগারে,
মনে মনে ভাবে কত না ভাবে আমারে।
সত্যব্রত বিনা জীব মুক্ত নাহি হবে,
কলিযুগে সত্যব্রত জাগরিত রবে।
দেশে দেশে সত্য নাম হইল প্রচার,
সদানন্দ সদানন্দে পূজে অবতার।
একি অকস্মাৎ কেন আসিছে কমলা!
আনন্দ-সঙ্গিনী রমা কি হেতু চঞ্চলা!
বুঝেছি রঙ্গিনী এস বুঝিব তোমায়,
কেমনে চিনিবে মোরে আমি যে মায়ায়;
মায়াময়ী তুমি লক্ষ্মী দেখি তব মায়া
ধরিব বিভিন্ন রূপ ক্ষণে ভিন্ন কায়া।

(সত্যনারায়ণের প্রস্থান ও মোহিনীমূর্ত্তিতে প্রবেশ এবং অপরদিক দিয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

মোহিনী। কালেংড়া—তৃতালী।

জল-কূলে, মনখুলে প্রাণে প্রাণ চায় রে।
মানসমোহন ডালে আশা-পাখী গায় রে॥

যামিনী সঙ্গিনী সনে, নাচে গায় ফুল্ল-মনে,
প্রেম-আশে ভালবেসে রেখেছি গলায় রে।
সোহাগে বিহগ প্রাণে রাঙ্গা সুধা পায় রে ॥

লক্ষ্মী। কে তুমি রমণী একা ভুবনমোহিনী,
ভ্রমিছ বিজনে কহ কার সোহাগিনী ?
মোহি। যে আমায় ডাকে আমি তার কাছে যাই,
সম্প্রতি সত্যের কাছে ভালবাসা পাই ;
সত্যরূপে নারায়ণ অন্তরে আমার,
তুমি কার নারী কহ কি নাম তোমার ?
লক্ষ্মী। সত্য মনোবাঞ্ছা আমি সাগর-নন্দিনী,
কমলা আমার নাম সত্য-সোহাগিনী।
মোহি। সত্য-সোহাগিনী তুমি ! কেন হেন আশ,
আমার সত্যেয় তব এত অভিলাষ;
নারায়ণ স্বামী তব গোলক-নিবাসে
এখানে যে সত্য প্রভু আমা ভালবাসে।
লক্ষ্মী। ছাড় পরিহাস কহ সত্য পরিচয়,
বল মোরে কোথা দেখা পাবো সত্যময়।
মোহি। তোমা সনে পরিহাস কে করিতে চায়,
মিছে মিছে রঙ্গকর তাই হাসি পায় ;
সত্য কোথা দেখা পাবে সত্য যে আমার,

হৃদয়ে বিরাজে প্রভু সত্য অবতার।
পরের রতনে কেন হেন অভিলাষ,
ফিরে যাও বিনোদিনী বৃথা তব আশ।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কি শুনি কি শুনি হায় রে—
সাধে ঝরে দুনয়ন।
কোথায় লুকালে পদ্মপলাসলোচন॥
কেন প্রভু বাম হলে, বুঝি দাসীরে ভুলিলে,
প্রাণ কাঁদে প্রাণপতি, দেহ আসি দরশন।
কমলে কমল-আঁখি করোনা বঞ্চন॥

(মোহিনীর অন্তর্দ্ধান ও সত্যনারায়ণের প্রবেশ।)

সত্য। মায়াময়ী ! চেয়ে দেখ সত্যই তোমার,
বুঝিতে নারিলে প্রিয়ে ছলনা আমার ;
কোথা সে মোহিনী, হের মাধব-মোহিনী,
আমি তোমা তুমি আমা চির-সোহাগিনী।

লক্ষ্মী। কে বুঝিবে তব তত্ত্ব হে বংশীবদন,
ব্রজ বৃন্দাবন-লীলা আছে হে স্মরণ ;
এবে চল ভক্তাধীন সত্য-অবতার,
তোমা বিনা নিত্যধামে নিয়ত আঁধার।
সত্যগুণে সত্য নাম মরত-নিবাসে
প্রচার হয়েছে প্রভু সর্ব্বত্র বিকাশে।

সত্য । মরবাসে যত কাল কলির শাসন,
জাগ্রত থাকিবে সদা সত্যনারায়ণ ;
এখনও কার্য্য মোর শেষ হয় নাই,
পরীক্ষা প্রমাণে মর্ত্তে সত্য পূজা পাই ।
যে দিন দেখিব সত্যে সর্ব্বত্র বিশ্বাস,
সেই দিন পূর্ণ হবে সত্য-অভিলাষ ।
দেখ প্রিয়ে বন্দী আছে সাধু দুইজন,
সত্যব্রত ভুলে সয় নিগড় বন্ধন ।
একবার যাও রমে, বল সাধুদ্বয়ে
কায়মনে কেন নাহি পূজে সত্যময়ে ।
সহিতে না পারি আর ভক্তের যন্ত্রণা,
বাঞ্ছা-ফল দানি ত্বরা দাওগে মন্ত্রণা ;
যাই আমি ত্বরা, স্বপ্নে জানাই রাজায়,
যাহাতে যুগল সাধু শীঘ্র মুক্তি পায় ।
চল প্রিয়ে তব কার্য্য মম কার্য্য সম,
ঘুচাই মরতবাসে মানবের ভ্রম ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ক্রোড়াঙ্ক।

দৃশ্য—রত্নাবতীপুর, লক্ষপতির বাস-ভবন।

(লীলাবতী।)

লীলা। যে অবধি পতি গেল বাণিজ্যে প্রদেশ,
সে অবধি হাহাকার অন্নবস্ত্র-ক্লেশ।
সোণার সংসার ক্রমে হ'ল ছারখার,
কি আর কহিব কারে কাঁদি অনিবার।
কত যে অদৃষ্টে ভোগ আছে কেবা জানে,
পথভিখারিণী শেষে মজি ধনে প্রাণে।
মরণ না হয় কেন হেন দীনতায়,
মরিলে জুড়াই জ্বালা জীবন জুড়ায়।
একি! কেন অকস্মাৎ শিহরিল প্রাণ!
অলক্ষিতে কেবা যেন করিছে কল্যাণ।

(কলাবতীর প্রবেশ।)

কলা। কবে মা আসিবে পিতা কত দিন হ'ল,
পেয়েছ কি সমাচার আছে সবে ভাল?
লীলা। কোথা সমাচার বাছা দুঃখে দিন যায়,
মরম দহিছে আরো হেরিয়া তোমায়,

যুবতী হইলে তুমি সদা অন্যমনা,
এ হেন কুদিনে তব নাহি বিবেচনা ?
কোথা যাও, কোথা থাক, কি কর সদাই,
গৃহে তোরে এক দণ্ড দেখা নাহি পাই ;
চঞ্চলা হইলে বালা নাহি শুন কথা,
তোমার আচারে বাছা পাই প্রাণে ব্যথা।
নানা সন্দ' হয় তোমা কি আর কহিব,
মা হয়ে মরমে সদা অধিক দহিব।

কলা। কেন দুঃখ কর মাগো—কহ কি বেদন,
কি সন্দ' তোমার মনে হইল এমন ?
কি আচার—অনাচার কি দেখিলে মোর
বল মা জননী ত্বরা—পায় ধরি তোর ?

লীলা। কি আর কহিব, ভাল না দেখি তোমায়,
অর্দ্ধরাতি কাল বাছা বঞ্চিলা কোথায় ?
যুবতী হয়েছ আর নহে লো কুমারী,
শত্রু ফিরে হেন কালে তৃণ তোর অরী ;
ডরি বাছা পাছে লোকে কলঙ্কিনী কয়,
বুঝে দেখ যা বলিনু কভু মিথ্যা নয়।
অসতী জীবন থাকা না থাকা সমান,
অসতীর নাহি বাছা নরকেও স্থান।

কলা। কেন মা নিন্দিছ মোরে কিবা অপরাধ,
সতীর জীবনে মাগো নাহি অন্য সাধ।
পতি প্রাণ, পতি মান, পতি দেহ সার,
পতি বিনা সতী নারী নাহি জানে আর।
পরম দেবতা পতি পদ-সেবা তরে,
প্রকৃতি জন্মিয়া মাগো সতী নাম ধরে।
সতীর আদর্শ-সতী সাবিত্রী রমণী,
মৃতপতি পুনঃ পায় শুনেছি জননী।
নিন্দ' না আমায় মাগো পতিগতা প্রাণ,
কলঙ্কিনী কারে কয় নাহি হেন জ্ঞান।
গিয়াছিনু কাল আমি প্রতিবাসী ঘরে,
দেখিলাম সবে মিলি সত্যব্রত করে;
সত্য নাম শুনে শুনে রাতি হয়েছিল,
সত্য নাম শুনে মাগো আনন্দ হইল।
কায়মনে সত্যব্রত যে যখন করে,
শুনি মাগো সত্যদেব তার দুঃখ হরে।
লীলা। কি করিনু! এত দিন সত্যব্রত নাই,
সত্যব্রত ভুলে বুঝি এত দুঃখ পাই!
আয় বাছা! কি বলিব আজ তোর তরে
সত্যব্রত মনে হ'ল এত দিন পরে।

এখনি করিব সত্য পূজা আয়োজন,
রক্ষ রক্ষ সত্যময় সত্য-নারায়ণ।

আশাবরী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ সনাতন, ওহে লজ্জা নিবারণ।
চিন্ময় চিরজীবী হে মানস-রঞ্জন॥
ব্রহ্মরূপী যোগীবর, চিন্তামণি জীবেশ্বর,
রমাপতি রক্ষ রক্ষ সত্য সত্যনারায়ণ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কারাগার।

লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমার।

লক্ষ। বন্ধন যন্ত্রণা হায় অদৃষ্টে আমার,
হা ধর্ম্ম কোথায় তুমি একি অবিচার!
কার চক্রে এ কলঙ্ক বিষম প্রমাদ,
দূরদেশে কে সাধিল নিদারুণ বাদ।
প্রাণ ফেটে যায় আর দেখিতে না পারি,
জামাতার আঁখি ঝরে কেমনে নিবারি।

কঙ্কণ। ভাগ্য দোষে দুঃখ পিত সই অবিচারে,
প্রসন্ন না হলে গ্রহ কে দুঃখ নিবারে ;
কিবা ছিনু কি হইনু ভেবে দেখ মনে,
সম্পদ বিহীন এবে নিগড় বন্ধনে।

লক্ষ। রে বালক! প্রাণাধিক কুমার কঙ্কণ,
দেখিতে না পারি তোর মলিন বদন ;
বাণিজ্যে আনিনু সঙ্গে কাঁদাতে তোমায়,
কিশোরে বন্ধন—ওহো বুক ফেটে যায়!
কি হবে উপায় আর কার কৃপা আশে—
এ দীর্ঘ মেয়াদে থাকি কলঙ্ক-নিবাসে ;
মরণ সংকল্প করি—মরি খেদ নাই,
কেমনে তোমারে বাছা বন্দী দেখে যাই ;
হা মধুসূদন! হরি অকূলে কাণ্ডারী,
নিবার যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। সম্বর রোদন সাধু স্থির কর মন,
সত্যব্রত ভুলি তব এ হেন বন্ধন।
যে ব্রতের ফলে হ'ল সৌভাগ্য তোমার,
সেই ব্রত ভুলে গেছ মনে নাহি আর;

ভাব সদা সত্যদেবে ভাব কায়মনে,
মান ব্রত—আশু মুক্ত হইবে বন্ধনে।

লক্ষ। কে মা তুমি জ্ঞান-শিক্ষা দিলে অসময়,
দীনহীনে কৃপা করি দেহ পরিচয়।

লক্ষ্মী। পরিচয় কিবা দিব সৌভাগ্য তোমার,
শীঘ্র মান সত্যব্রত ভাব সত্যসার;
সম্পদ পাইবে ফিরে বাড়িবে সম্মান,
রাখ বাক্য—শুভক্ষণে করিনু কল্যাণ।

[লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান

লক্ষ। বুঝিতে না পারি একি জাগ্রত স্বপন,
কে এল, কে গেল, কেন চমকিল মন!
কি দেখ কঙ্কণ সত্য ভুলে দুঃখ পাই,
সত্যব্রত এত কাল কিছু মনে নাই।
হে দয়াল দীনবন্ধো সত্যনারায়ণ!
ক্ষম অপরাধ আমি মূঢ় অভাজন;
কায়মনে মানি ব্রত সত্য করি সার,
সত্যগুণে সত্যময় করহে উদ্ধার।

(চন্দ্রকেতু, মন্ত্রী ইত্যাদির প্রবেশ ও উভয়ের বন্ধন মোচন।)

চন্দ্র। ক্ষম মোরে অগ্রে আমি বুঝিতে নারিনু,

সেই হেতু বিনা দোষে গুরু-দণ্ড দিনু ;
সত্যময় প্রাণ তব জেনেছি স্বপনে,
সত্য নামে আজি মোর আনন্দ ভবনে।

খট—যৎ।

সকলে। মন কি ভাব আর।
সত্যগুণে মগ্ন প্রাণ সত্য কর সার॥
ভবে হরি সত্যে হেরি সত্যনারায়ণ,
ভবের কাণ্ডারী প্রভু বিঘ্ন-বিনাশন।
তুল প্রাণে উচ্চ তান, প্রেমে গাও সত্য গান,
সত্যে পাব মোক্ষ-ফল, ভাব সত্য অবতার॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সাগরকূল।

সাগরবক্ষ হইতে সূর্য্যোদয় দর্শন।

(সত্যনারায়ণ।)

সুরট-মল্লার—আড়াঠেকা।

বাঞ্ছা মনে ভব-বাঞ্ছা পূরাই।
সঘনে গগণ ভেদি সত্যগুণ গাই॥
ভব পাপ তাপ ভরে, তনু ভারে টলে ধরা,

ভকতি দ্বিগুণ ঢালি, উতারি এ ভার ত্বরা,
তম তাপ নাশি, আপনা প্রকাশি,
প্রেমে মগন প্রাণ পাতকী তরাই।

ফুল্ল-মনে লক্ষপতি জামাতার সনে,
নিজদেশে আসে সাধু সত্য ভাবি মনে ;
লীলাবতী কলাবতী সত্যব্রত করে,
সত্য-গুণ গায় দোঁহে প্রহরে প্রহরে।
আনন্দে মগন প্রাণ ধরা সত্যময়,
সত্যের মহিমা রবে চার-যুগ জয়।
আসিছে সাধুর তরী তরঙ্গে নাচায় ;
প্রফুল্ল অন্তরে সব কর্ণধার গায়,
এই কূল দিয়া যাবে দেখি আরবার,
প্রগাঢ় বিশ্বাস সত্যে আছে কি প্রকার।

(ভিখারীবেশে নদীকূলে উপবেশন।)
(বাণিজ্যতরীসহ লক্ষপতি ইত্যাদির আগমন।)

লক্ষ। প্রভাত প্রফুল্ল—ফুল্ল সাগর-সমীর,
শিখরে বিরাজে দিপ্তী রক্ত মরীচির ;
মন্দ মন্দ টলে কভু প্রশান্ত সলিল,
বাসন্তিক-প্রেম গায় পঞ্চমে কোকিল ;
নীহার-রঞ্জিত কূলে শ্যাম দুর্ব্বাদল,

নীরদে মিশাবে ত্বরা তনু ঢল ঢল ;
রতনের স্তম্ভ মরি বক্ষে রত্নাকর
রেখেছ মোহিতে সিন্ধু, ধরা, ধরাধর।
রত্নাবতী সন্নিকট ঐ দেখা যায়,
নির্ব্বিঘ্নে নগরে যাব সত্যের কৃপায়।

সত্যনারা। কিবা রত্ন লয়ে যাও হে সাধু সুজন,
ভিক্ষাজীবী আমি—কিছু কর বিতরণ।

লক্ষ। লতা পাতা লয়ে যাই রত্ন কিছু নাই,
কি দিব তোমায় বল রত্ন কোথা পাই।
নদীকূলে ভিক্ষা কেন—যাও না নগরে
মুষ্ঠিভিক্ষা পাবে তুমি প্রতি ঘরে ঘরে।

সত্যনারা। লতা পাতা ভরা তরী সত্য কথা বল,
অযথায় লতা পাতা হইবে সম্বল।

লক্ষ। ফিরে যাও বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন,
লতা পাতা ভিন্ন নাই অন্য কিছু ধন।
চালাও তরণী আর বিলম্ব না সয়,
প্রাণ মন সচঞ্চল কত মনে হয়।

[তরীসহ সকলের প্রস্থান।

সত্যনারা। বিবিধ আতঙ্ক হেরি সত্যের বঞ্চনে ;
পরীক্ষায় পুনঃ সাধু আপন বচনে।

(রোদন করিতে করিতে লক্ষপতির প্রবেশ।)

লক্ষ। আমি অভাজন, সত্যনারায়ণ
বিচঞ্চল মনে চিনিতে না পারি,
নিজগুণে কৃপা কর হে মুরারি!

সত্যনারা। ভিক্ষাজীবী আমি কেন মোরে অনুনয়,
কি হেতু রোদন কর সাধু মহাশয়?

লক্ষ। নিজ বাক্য দোষে প্রভু লতা ভরা তরী,
রক্ষা কর—রক্ষা কর সত্যময় হরি।

সত্যনারা। ফিরে যাও সাধু—সত্যপথে রাখ মন,
প্রাণান্তে বলো না কভু অযথা বচন।
রত্নপূর্ণ তরী হবে আশীর্ব্বাদ করি,
কদাচ ভুল না সত্য প্রেমময় হরি।

(সত্যনারায়ণের অন্তর্দ্ধান।)

লক্ষ। দেখা দিয়ে লুকাইলে—ভুলিব না আর,
মরণ সংকল্পে সত্য করিয়াছি সার।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—লীলাবতীর কক্ষ।

(লীলাবতী ও কলাবতী।)

লীলা। সত্যদেবে পূজি সাধ সদা জাগে মনে,
স্বপনে জেনেছি পুনঃ পাইব কঙ্কণে ;
আসিবে বণিক ঘরে বাড়িবে সম্পদ,
সত্যব্রতে নাহি থাকে আপদ বিপদ।

কলা। চল মা পূজিগে ত্বরা সত্যনারায়ণ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে রবে না বেদন।

লীলা। আশায় আনন্দ প্রাণে—চাতকিনী চায়,
জলদে জলদে ডাকি বিনতি জানায় ;
আশায় বাসনা সদা আশাভরে চাই,
সত্য কৃপাকণা দেও সত্যের গোঁসাই।
মন প্রাণ বাঁধিয়াছি সত্য করি সার,
ভবার্ণবে সত্যব্রতে হ'ব সবে পার ;
মুক্তি গাঁথা সত্য নামে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কে যেন শিখায় প্রাণে—নাহি আর ভয়!
চল বাছা সত্যব্রতে সঁপি কায়মন,
সঙ্কটে তারিবে প্রভু সত্যনারায়ণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পরিচারীকার প্রবেশ।)

পরি। কোথা গিন্নি, দাও সিন্নি, বণিক এল' দেশে,
খোস্-খবরটা এনে দিনু, কেউ না আসে হেসে ;
না আসে তা কর্ব্বো কি, খালি ঘরে কয়েদি—
ওগো কর্ত্তা এল' জামাই সঙ্গে দেখ্‌বে চল যাই,
নৌকা বাঁধা ঘাটে, ওমা কেউ কি ঘরে নাই !

লীলা। কি কহ কিঙ্করী—কেন হাস থেকে থেকে,
হাসিছ কেন লো আজ—হাস কিবা দেখে ?

পরি। কর্ত্তা এল' দেশে সঙ্গে এসেছে জামাই,
খোস-খবরে হাসি আমি—চল আস্তে যাই।

কলা। বাবা এল' দেশে—সঙ্গে এসেছে সবাই !
কি বলিলি, চল্ চল্ চল্ আগে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রত্নাবতী-বন্দর।

(বাণিজ্যতরীসহ লক্ষপতী প্রভৃতি উপস্থিত।)

শূন্যে সত্যনারায়ণ।

সত্যনারা। সত্যব্রত ত্যজি আসে লীলা কলাবতী,
সত্যব্রতে পুনঃ হেলা—যায় পাবে পতি !

উন্মাদিনী হয়ে আসে পতি দরশনে,
অতলে ডুবাব তায় পাইবে কেমনে ;
বিদ্যমানে দেখাইব সত্য-পরাক্রম,
অটল বিশ্বাস, সত্যে না থাকিবে ভ্রম।

[সত্যনারায়ণের অন্তর্দ্ধান।

(লক্ষপতীর কূলে অবতরণ)

লক্ষ। কতদিন দূরবাসে সহিনু অশেষ,
সত্যব্রত ভুলে পাই নিদারুণ ক্লেশ ;
আর না ভুলিব সত্য—সত্যময় প্রাণ,
অন্তরে জাগিছে সত্য, সত্য ধ্যান জ্ঞান।

(কঙ্কণকুমারসহ তরী জলমগ্ন হওন।)

একি ! অকস্মাৎ কেন ডুবে গেল তরী !
জামাতা আছিল যায়, কি হ'ল কি করি !
প্রাণ ফেটে যায়, ওহো! কি হতে কি হ'ল,
দেশে এসে পুনঃ কেন সর্ব্বস্ব ডুবিল।

(লীললাবতী, কলাবতী ও পুরমহিলাগণের প্রবেশ।)

কলা। এতদিন কেন পিতঃ ভুলে ছিলে সবে,
মনে নাহি ছিল হেন শুভদিন হবে—
একি ! একি! একি পিত কাঁদ কেন আর ?
আমরা এসেছি দেখ কি দুঃখ তোমার।
বাণিজ্যের তরী কোথা ! কোথা আর সবে !

কখন সকল সনে পুনঃ দেখা হবে!

লক্ষ। কি বলিব আর বাছা বিদরে হৃদয়,
এখন' জীবিত আমি মৃত্যু নাহি হয়!
ডুবেছে বাণিজ্য-তরী—ডুবেছে কুমার,
প্রাণ ফেটে যায়—ওহো কি বলিব আর!

কলা। কি বলিলে, যায় প্রাণ—যায়—যায়—যায়!

(কলাবতীর মূর্চ্ছা।)

লীলা। একি সর্ব্বনাশ! হায়! কি হতে কি হলো,
কন্যা পুত্র হারালেম সর্ব্বস্ব ডুবিল!

লক্ষ। কি বলিব লীলা পুনঃ দৈব-বিড়ম্বন,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অকাল বঞ্চন—
বুঝিতে না পারি কিছু কোথা সত্যময়;
অকিঞ্চনে কৃপা করি হও হে সদয়।

লীলা। উঠ বাছা! উঠ বাছা! ভেঙ্গেছে কপাল,
বিঘ্ন বাধা শীরে হায় ধরি চিরকাল।

কালী। কোথা গেল পতি, মাগো! ত্রিভুবন টলে,
সহিতে না পারি আর ঝাঁপ দিব জলে।

(দৈববাণী।)

শোন্ লক্ষপতি—সত্য অবহেলি কলা!
পতি দরশনে এলো আনন্দে চঞ্চলা,

অটল বিশ্বাসে ডাক সত্যনারায়ণে,
ভাসিবে তরণী পাবে কুমার কঙ্কণে।

লক্ষ। সত্য অবহেলি মোরা এত দুঃখ পাই,
কি শুনিনু! এসো সবে সত্যগুণ গাই।

কলা। অপরাধী পদে পদে কি বলিব আর,
জাগ সত্যনারায়ণ অন্তরে আমার।

(কঙ্কণকুমারসহ তরী ভাসমান)

সকলে। ভৈরবী—যৎ।

রাখ রাখ নারায়ণ এ সংসার পার।
প্রাণ সহচরে দেহ সত্য অবতার॥
কায়মনে প্রাণ-মন, তব পদে সমার্পণ,
রক্ষ সত্যনারায়ণ, অনাথ বান্ধব—
সত্যময় সদানন্দ অন্তরে আমার।

[সকলের প্রস্থান।

(সত্যনারায়ণের প্রবেশ।)

সত্য। অটল অচল সত্য সর্ব্বত্র প্রচার,
পূর্ণমনস্কাম—লোক হইবে উদ্ধার।
শ্রদ্ধা ভক্তিসহ সদা সত্যপূজা পাই,
কলির কাঠিন্য নাশি ভকতি বিলাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

কঙ্কণকুমার, কলাবতী ও সখিগণ।

সখিগণ। বিহঙ্গ—দাদ্‌রা।

প্রেমমালা পর বালা—যুগল গলে।
সুধা-ভরে ঢলে॥
মন সাধে মন চোরে, রাখ লো অধরে ধ'রে,
আপনা পাসরি মোরা—প্রেমে টলে টলে।
পরশ পরশমণি প্রাণে চলে চলে॥

১ম সখী। ভাল আছ ভাই!
হেসে দুটো কথা কও দেখে শুনে যাই।
রসময় তুমি সখা রসিকা-সঙ্গিনী,
বামে তব মনোমত মানস-রঙ্গিনী,
মনে কি ধরে না ভাই?

কঙ্কণ। মনে না ধরিলে পুনঃ প্রাণে প্রাণ পাই।

১ম সখী। এর মধ্যে এত হলো,
তবে দুটো বল্‌তে হলো,
রসতরু তুমি ভাই, মোরা ডালে ডালে,
নাচিতে পারিবে ভাল গাই তালে তালে।

না হয় তুমি গাও ভাই সখীর গলা ধরে,
আমরা একটু যাচ্ছি সরে,
ওলো! অধরে উথলে সুধা চল্ ত্বরা করে।

[সখিগণের প্রস্থান।

কঙ্কণ। রসিকা-সঙ্গিনী সনে সুধারঙ্গ পাই,
এমন রঙ্গিনী বুঝি আর দেখি নাই।

বেহাগ—যৎ।

প্রেম নির্ম্মল ঢল ঢল অধর পরে।
বিতর বিলাসী প্রাণে সোহাগ ভরে,
মধু উথলি ঝরে॥
সুহাসি হাস মন, বিমোহিত আমোদিত,
চিত চপলা সনে চপল মনে,
ভালবাসি আদরে।

কলা। বেহাগ—যৎ।

আশা উদিল পুনঃ পুনঃ মনে মনে।
মনোমোহন বিরাজ বাসনা সনে॥
মোহিলে প্রাণে, আশা জাগিল প্রাণে,
চাঁদ-হাসি, ভালবাসি,
রাখি আদরে ধরে, প্রাণ মন নয়নে।

(সখিগণের পুনঃ প্রবেশ ও নৃত-গীত।)

সখিগণ। ভৈরবী—নক্‌টা।

প্রেম-ভরে সুধা ঝরে,
রাখ ধ'রে অধরে আদরে।
মোহিনী সঙ্গিনী সনে, সাধ মনে,
যাবে পারাবারে॥
অবলা জীবনে, রাখ লো যতনে,
যতনে রাখ পুনঃ প্রেম-সুধাধারে।
প্রাণ ভরে গাও সবে ভাব সত্যসারে॥

যবনিকা।